

পশ্চিম মেদিনীপুরের কুড়মি সম্প্রদায়ের লুপ্তপ্রায় করম পরব ও জাওআ গীত

সুদীপ্তা মাহাত, SACT, বাংলা বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়;
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

Submitted on: 24.04.2024

Accepted on 20.03.2025

সংক্ষিপ্তসার- মানব সভ্যতার ধারায় সংস্কৃতি ক্রম-পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বব্যাপী। প্রাচীনকাল থেকে বাণিজ্যিক সূত্রে একটি ভূখণ্ডের মানুষ অপর একটি ভূখণ্ডের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছে ও ঘটে চলেছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সূত্রপাতও বলা চলে। যার ফলে, কোন একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলির ভাষা ও সংস্কৃতির সংকট তৈরি হয়। বিশ্বায়ন, উন্নত প্রযুক্তি- এই সংকটকে আরও তীব্রতর করেছে। সংস্কৃতি বেঁচে থাকে একটি জাতিগোষ্ঠীর জীবনচর্চা ও মানসচর্চায়। একটি জাতি বা গোষ্ঠীর লুপ্তির সাথে সাথে তার ভাষা ও সংস্কৃতিও অবলুপ্ত হয়। পৃথিবীর প্রায় হাজার হাজার জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে। এরকমই একটি লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি কুড়মি সম্প্রদায়ের করম পরব ও জাওআ গীত। মানভূম অঞ্চল সংলগ্ন কুড়মি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পরব ও গীতের প্রচলন থাকলেও পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকা কুড়মি সম্প্রদায়ের করম পরব ও জাওআ গীতের প্রচলন প্রায় অবলুপ্তির পথে। গোয়ালতোড় থানার পাটালশোল, হাতিয়া, দলদলি, কাদাশোল, দিনারামডি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে করম পরব, জাওআ গীতের প্রচলন নেই বললেই চলে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তের কুড়মি জনগোষ্ঠীতে দু- তিন দশক পূর্বেও সাড়স্বরে প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও কোথাও কোথাও প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু পূর্বের সেই প্রাণের সুর, আত্মিকতা হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের লুপ্তপ্রায় করম পরবের নানান আচার-অনুষ্ঠান ও লুপ্তপ্রায় জাওআ গীত এই নিবন্ধে তুলে ধরেছি।

সূচক শব্দ- কুড়মি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বিশ্বায়ন, সংস্কৃতি, দ্রাবিড়, করম, জাওআ, গীত

কুড়মি জাতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে পন্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট যে, কুড়মি জাতি প্রাক-আর্য ভারতীয় জনগোষ্ঠী। প্রাক-আর্য ভারত ভূখণ্ডে সম্ভবত তিনটি অনার্য জাতি বসবাস করত।^১

১. নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু (Negrito)- বেঁটে খাটো, চেহারা ঘন কালো রং, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরুঠু, মাথার চুল কোঁকড়ানো।^২ এরা সাধারণত সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। মৎস্য শিকার করে খেত। ভারতে এসেছিল আনুমানিক প্রাক ঐতিহাসিক প্রস্তর যুগে। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আরব হয়ে এদেশে আসে।^৩ বর্তমানে ভারতবর্ষে এই জাতির মানবগোষ্ঠী লুপ্ত।

২. অস্ট্রিক (Austriac)- খর্বাকৃতি, চ্যাপ্টা নাক, কোঁকড়ানো চুল। মনে করা হয় এশিয়া মাইনর বা পশ্চিম এশিয়া থেকে এই অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসেছিল এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।^৪ এরা মূলত ‘কোল’ জাতির মানবগোষ্ঠী।^৫ পরবর্তীকালে এই কোলজাতির মানব গোষ্ঠী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, বীরহড়, খেড়োয়াল, শবর প্রভৃতি জাতিগুলি ‘কোল’ জাতি গোষ্ঠীর শ্রেণীভুক্ত।

৩. দ্রাবিড় (Dravid)- দীর্ঘকায়, সরল নাসিকা ও দীর্ঘ করোটি ছিল বলে জানা যায়। অনুমান করা হয় ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক থেকে অর্থাৎ গ্রীস, মিশর, প্যালেস্তাইন, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, ইজিয়ান দ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের পশ্চিমে ও দক্ষিণাংশে বসতি স্থাপন করে। অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে দ্রাবিড় জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিগত মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে ভোট-চীনিয়, নর্ডিক, আর্য প্রভৃতি জাতির মানুষ দলে দলে ভারত উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করেছে। এই তিন আদি ভারতবাসীদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার জনমানুষ। নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটুদের নিদর্শন এখন লুপ্ত।

কুড়মি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে E. T. Dalton বলেছেন, আর্য বংশোদ্ভূত।^৬ আব্রাহাম জর্জ গ্রীয়ার্সন বলেছেন, ‘Aboriginal Inhabitants’^৭ অর্থাৎ আদিম অধিবাসী এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে সৃষ্ট। H. H. Risely নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা- কুড়মি জাতি সাঁওতাল জাতির একটি হিন্দুধর্মী শাখা, এবং দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত।^৮ শান্তি সিংহ শারদীয়া উদ্বোধন- ১৪১২ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাংলা মাসিক পত্রিকায় ৫২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- ‘শাল, পলাশ, মহুয়া, অর্জুন, তাল, খেজুর প্রভৃতি অরণ্য শোভিত এই প্রান্তিক বাংলায়(পুরুলিয়া) কোল, হো, মাহালি, সাঁওতাল, কোড়া প্রভৃতি আদি অস্ট্রাল(Proto-Australoid) এবং ওঁরাও, বীরহড়, ভূমিজ, কুর্মি, প্রমুখ দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের বাস।’^৯

প্রাচীনে বিভিন্ন দেশ বা ভূখণ্ডের নাম অনুসারে জাতি গোষ্ঠীগুলির নাম হত। বিশেষত, নিকটবর্তী পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির নাম অনুসারে জাতিগুলি নামাঙ্কিত হতো। যেমন- হিমাচল প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, আরব দেশ, হুগলি জেলা প্রভৃতি। তেমনিই কুড়মি সম্প্রদায়ের প্রাচীন বসতি ছিল বর্তমান পাকিস্তানের কুররাম নদীর তীরে। কুররাম নদীর নাম অনুসারেই ‘কুর্মি’ বা ‘কুড়মি’ জাতির নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সিন্ধু নদীর পশ্চিম সীমান্তে এই কুররাম নদী অবস্থিত। নদী তীরবর্তী কুররাম অঞ্চলেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। কুড়মি সম্প্রদায়ের করম গীতে এই নদীর নামোল্লেখ রয়েছে -

“কনে রে করম গুঁসাঞ আনলঅ নেউতি।

কনে রে কুরম নদিক ধাঁরে করলঅ খেতি।।”^{১০}

কুররাম অঞ্চলে বসবাসকারী কুড়মিদের চাষবাসই প্রধান পেশা ছিল। আর্য জাতির অত্যাচারে এবং অনান্য বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে তারা সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে একই জমিতে কৃষিকর্ম করার কারণে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, নতুন চাষযোগ্য জমির সন্ধানে পুরনো বাসস্থান ছেড়ে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব হয়ে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের নাগপুর হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়

অঞ্চলে (মানভূম) বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে, বাঁকুড়া জেলায়, বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলায় বসতি স্থাপন করে।

কুড়মিরা ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ চাষী জাতি বলে মনে করা হয়। Cultivation বা চাষবাসই তাদের প্রধান পেশা। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে (বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গায়) ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কুড়মিরা। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও বাংলাদেশেও কুড়মি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। উমরাও, চন্দ্রকর, গাঙ্গোয়ার, কাটিয়ার, কানবি, প্যাটেল, মাহাতো, দেব সিংহ, সিংহ দেব, কুটুম্বি, কুলম্বি, কুলওয়াড়ি সকলেই কুড়মি জাতির অন্তর্ভুক্ত। ‘কুমি’ বা ‘কুড়মি’ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলেছেন ‘কূর্ম’ শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ ‘কচ্ছপ’ বা ‘কাছিম’। ‘কুডুম’ শব্দ থেকেও এই ‘কুমি’ বা ‘কুড়মি’ শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। আবার, একদল পণ্ডিতের মতে, ‘কুমি’ শব্দের উৎপত্তি ‘কর্মী’ থেকে। কুমি জাতি প্রাচীনকাল থেকে সাধারণত কৃষিকর্ম করে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই, ‘কৃষিকর্মী’ শব্দ থেকেও ‘কুমি’ শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। সিন্ধু নদীর পশ্চিমাংশে কুররম নদীর অবস্থান। এই নদীর নামানুসারেও ‘কুড়মি’ জাতির নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। কুড়মি সম্প্রদায়ের ভাষা কুড়মালি। এই কুড়মালি ভাষার দুটি রূপ রয়েছে, একটি সাহিত্যিক রূপ অপরটি কথ্য রূপ। পশ্চিম মেদিনীপুরের কুড়মি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কথ্যরূপটি প্রচলিত রয়েছে।

জাতিতে হিন্দু এই কুড়মি সম্প্রদায়ের কথা এডওয়ার্ড টুইট ডালটনের ‘Descriptive Ethnology of Bengal’ (১৮৭২) গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থটি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। ডালটন এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের নানান উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কুড়মি জাতির প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি বলেছেন-

“It is probably that in the kurmis we have the descendants of some of the earliest of the **Aryan Colonists of Bengal**. Tradition, at all events; assigns to them a very ancient place in the country, and many antiquities, now concealed in dense jungle or rising as monuments of the civilization of bygone days amidst the huts of half savage races now occupying the sites, are described to them and attest the advance they had made in civilization at a very early period.”^{১১}

অর্থাৎ, সম্ভবত কুড়মিদের মধ্যে প্রাচীনতম আর্য উপনিবেশবাদীদের বংশধর রয়েছে। তাদের ঐতিহ্য, পুরাকীর্তি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান লক্ষ্য করে এটা বোঝা যায় যে, কুড়মিরা এদেশের অতি প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এখনও ঘন জঙ্গলে বা জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে মাটির কুঁড়েঘরগুলি প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন বহন করে। বর্তমানে কুড়মি জাতি তুলনামূলকভাবে সভ্যতর হয়ে উঠেছে।

Mr. Campbell তাঁর ‘The Ethnology of India’ গ্রন্থে Koonbees বা Koormees দের উল্লেখ করেছেন

-

“The name is variously written, Koormee or Coormee, Kunbi, Kunbee or Koonbee, and there is no doubt that the terms are synonymous. In Hindusthan the Koormees do not go much beyond their own agricultural calling, but they are not absolutely unknown

as sepoy and they have occasionally, though rarely, risen to higher posts, especially one somewhat notorious family in oude. Infact, in the Gangetic Valley the Koormees, though much appreciated as cultivators, are somewhat looked down upon by the higher castes as mere humble tillers of the soil.”^{১২}

অর্থাৎ, কুড়মি শব্দটি বিভিন্নভাবে লেখা হয়। কুমী, কুমি, কুনবী, কুনবি প্রভৃতি লেখা হলেও শব্দটির অর্থ একই। হিন্দুস্থানে কুড়মিরা মূলত কৃষি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত হলেও সিপাহী হিসেবেও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। কখনো কখনো বা এই সম্প্রদায়ের মানুষরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গঙ্গার উপত্যকায় বসবাসকারী সরল-সাধাসিধে কৃষক; এই কুমি সম্প্রদায়ের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষের বৈষম্য ছিল।

H. H. Rishley তাঁর ‘Tribes and Castes of Bengal’ গ্রন্থে কুড়মি সম্প্রদায়ের টোটেম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন –

“The Kurmi may perhaps be a **Hinduised branch of the Santals**. The letter, who are more particular about food, or rather about whom they eat with the Kurmis, and according to one tradition regard them as elder brothers of their own. However this may be, the totemism of the Kurmis of Western Bengal stamps them as of **Dravidian descent**, and clearly distinguishes them from the Kurmis of Behar and the North-West provinces. They show signs of a learning toward Orthodox Hinduism, and employ Brahmans for the Orthodox Hinduism, and employ Brahmans for the Orthodox of Hindu gods, but not in the propitiation of their family and rural deities, or in their marriage ceremonies.”^{১৩}

অর্থাৎ, কুড়মি জাতি গোষ্ঠী সম্ভবত সাঁওতাল জাতিরই একটি হিন্দুধর্মী শাখা। উভয় জাতি গোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসের বিশেষ মিল রয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে কুড়মি সম্প্রদায় সাঁওতাল সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে এসেছে। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গের কুড়মি সম্প্রদায়ের টোটেম অনুসারে দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত বলে মনে হতে পারে। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম অংশের কুড়মিদের স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাদের সংস্কৃতির মধ্যে গোঁড়া হিন্দুধর্মের লক্ষণ প্রকাশিত। হিন্দু দেব-দেবীর পূজার জন্য ব্রাহ্মণ রূপেও নিয়োজিত ছিল কুড়মি কিন্তু ব্রাহ্মণদের বিবাহ অনুষ্ঠান, প্রাচীন দেবতার পুরোহিত ও প্রায়শ্চিত্তে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

Name of Section (গোত্র)

Kesria (কেশরিয়া)

Karar (কাড়ার)

Dumuria (ডুমুরিয়া)

Chonchmutruar (ছঁচমুত্রোয়ার)

Totem (প্রতীক)

Kesar grass (কেশর ঘাস)

Buffalo (কাড়া বা মহিষ)

Dumur or fig (ডুমুর)

Spider (মাকড়সা)

Hastowar (হাস্তোয়ার)	Tortoise (কচ্ছপ)
Jalbanuar (জালবানুয়ার)	Net (জাল)
Sankhowar (শাঁখোয়ার)	Shell ornaments (শঙ্খের গহনা)
Baghbanuar (বাঘবানুয়ার)	Tiger (বাঘ)
Katlar (কাটিয়ার)	Silk Cloth (সিল্কের পোশাক)
Bansriar (বাঁশরিয়ার)	Bamboo (বাঁশ) ^{১৪}

পেশায় কৃষক কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষদের উচ্চতা স্বাভাবিক। গায়ের রং হলদে বাদামী, দেহ সৌষ্ঠব। পশ্চিমবঙ্গের মানভূম জেলার কুড়মি সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় বর্ণের আবার, বিহারে শুদ্র বর্ণের। স্থান বিশেষে বর্ণভেদ রয়েছে।

২

করম পরব:

ভারতবর্ষের আদিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রচলন সেই প্রাচীনকাল থেকে। অবসর যাপনের বিনোদন স্বরূপ নানান উৎসব, অনুষ্ঠান এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। কখনও বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যেও পালিত হয়ে থাকে। এ রকমই একটি পরব বা অনুষ্ঠান হল পশ্চিম মেদিনীপুরের কুড়মি সম্প্রদায়ের করম পরব। কুড়মি সম্প্রদায় ছাড়াও ভূমিজরাও এই পরব উদযাপন করে থাকে। পশ্চিম মেদিনীপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা ঝাড়খাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতেও এই উৎসবের প্রচলন রয়েছে।

প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে করম পূজা করা হয়। আদিম জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলির প্রতিটি পরব বা পূজার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিশেষ কিছু রীতি-নীতি। এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থের লৌকিক ব্রতের অন্তর্গত কুমারী ব্রতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই করম পূজায় অংশগ্রহণ করে কুমারী মেয়েরা। নির্দিষ্ট বয়স সীমার পর এই পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারেনা মেয়েরা। শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদের মধ্যেই এই লৌকিক পূজা সীমাবদ্ধ নেই, অল্পবয়সী কিশোররাও এতে অংশগ্রহণ করে।

করম পূজাকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীতময় যে ‘পর্ব’ তৈরি হয় তাকে ‘পরব’ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী মধ্যস্বরগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি হয়েছে। করম পূজা মূলত শস্যদেবীর পূজা। একপ্রকার শস্য উৎসব। কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকসমাজে এই উৎসব অতি প্রাচীন। নানান শস্য বীজের সমাহারে তৈরি করা হয় ‘জাওআ ডালি’। এই পূজার অন্যতম প্রধান সামগ্রী। এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথির পাঁচ থেকে সাত দিন পূর্ব হতে। ছোট্ট ডালিতে বালি, মাটি সহযোগে নানান শস্যবীজ (যেমন- ধান, মুগ, কুখি, জনার, সরিষা ইত্যাদি) চারা দেওয়া হয়। নিয়মিত হলুদ জল দেওয়া হতে থাকে। কিছুদিন পর সেই শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে সন্ধ্যাবেলা জাওআর ডালি নিয়ে ব্রতীগণ গ্রামের লায়ার বাড়িতে উপস্থিত হয়। উঠোনে দুটি করম ডাল পুঁতে তার চারপাশে বৃত্তাকারে ব্রতীরা বসে। পূজা শেষে ব্রত কথা শোনা হয়। লায়ার ধর্মু ও কর্মু এই দুই ভাইয়ের কাহিনী শোনান। কর্মুর বিজয় ঘোষণা হয় সবশেষে। ধর্মের চেয়ে যে কর্ম বড় বা মহান তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মের দ্বারা ধর্মলাভ হয়, এই সহজ সত্যটুকু কুড়মি সম্প্রদায়ের করম পূজার ব্রতকথার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়।

করম পূজার সঙ্গে জাওআর সম্পর্ক অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। আর এই জাওআকে কেন্দ্র করে কুড়মি সম্প্রদায়ে নানান গীতের প্রচলন রয়েছে। প্রজন্ম পরম্পরায় স্মৃতি ও শ্রুতি বাহিত সেই গীতে প্রকাশিত হয়েছে এই সম্প্রদায়ের লোকজীবনের প্রতিচ্ছবি। করম পরবের রীতি-নীতি যেমন এই গানে প্রকাশিত হয়েছে তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বাণীবদ্ধ রূপও প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

৩

পশ্চিম মেদিনীপুরের লুপ্তপ্রায় জাওআ গীত:

করম পূজায় ‘নারী’দের অধিকার না থাকলেও; করম একাদশীতে নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণে তাদের কোন বাধা থাকে না। সারাদিন ব্যাপী নৃত্য-গীতের আসরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে থাকে। কুড়মি সমাজের দৈনন্দিন জীবনচিত্র প্রকাশিত হয়েছে এই গানে -

“ঝিঙ্গা পড়া বাসী ভাত
গাই বাগালের তরে গো,
আনবি বাগাল মনে করে
লাল শালুকের ফুল গো।
শালুকের ফুলে বাবা
বাবুর বাঁধ গাবাব গো,
টগর ফুলে কইরব ভজ গান।”

প্রিয় বিচ্ছেদের বেদনাও প্রকাশিত হয়েছে জাওআ গীতের মধ্য দিয়ে -

“আকালে পুষিলাম পায়রা
দুধু ভাতু দিয়ে গো।
সময়ে পালালি পায়রা
আমায় ফাঁকি দিয়ে গো।
চল পায়রা চল পায়রা
কতই না ধুর যাবি গো,
বাঁকুড়া শহরে লাগ লিব।
বাঁকুড়া শহরে পায়রা কি কি হাট বসে গো?
বসে ত ঝুড়ি ঝুমকা কদমের কলি গো।”

জাওআ ডালিকে মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে ব্রতীদের নৃত্য-গীত -

“আম পাতা চিরি চিরি নৌকা বানাবো গো
সেই নৌকায় সওয়ারি সাজাব।
সওয়ারি সাজায়েঃ ভাই কবে আইনতে যাবি রে
মা’য় মরিল ছয় মাস।”

পরিজন বা কুটুম্ব প্রীতিও গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে -

“আঁখ বাড়ীর ধারে ধারে
কার কুটুম যাই গো,
আমি বলি আমার ভাই আইনতে আসিছে।
আইস্য ভাই বইস্য খাইটে
হাঁস মঁরাব গো
হাঁস মাঁসের ভাত খাওয়াবো গো।”

জাওআ দেওয়া বা শস্য অঙ্কুরোদগমকে কেন্দ্র করে কুড়মি সম্প্রদায়ের প্রচলিত গান -

“তরা জে গো জাওআ দিলি

হলুদ কুথা পালি গো
দোকানিকে নাম দিব হলুদ ব্যাপারী গো
দোকানিকে নাম দিব হলুদ ব্যাপারী।”

এছাড়াও,

“ঝিঙ্গা ফুল ফুটে বাবা
ফুটে লদবদ গো....”

জাওআ গীতে পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের কুড়মি সম্প্রদায়ের নারীদের মাথার চুল বাঁধার বর্ণনা ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে শ্বশুর, ভাসুর প্রমুখ শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কিত গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত মাথায় ঘোমটা দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীন। জাওআ গীতের মধ্য দিয়ে সেই নিয়মের বেড়া ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশিত হয়েছে –

“মাথাটি বাঁধেছি টারার,
তা-ই নিয়েছি ফুলের ঘেরা।
মাথা বাঁধায় ষোলশ ঘুঙ্গুর গো,
মাথা বাঁধায় না মানে ভাসুর।”

প্রাকৃতিক চিত্রও ফুটে উঠেছে –

“আম গাছে ঝিরি ঝিরি
বকুল গাছের আড়ে গো,
আমি বলি বুনপুকি জ্বলে গো
আমি বলি বুনপুকি জ্বলে।”

কুড়মি সম্প্রদায়ের সুন্দরী নববধূর দুর্ভাগ্যের চিত্রও বর্ণিত হয়েছে –

“বেগুন বাড়ির ভেলি বাবা
বেগুন বাড়ির ভেলি গো।
বড় দাদায় বউ আন্যেছে
যেমন সোনা গড়ি গো।
দুধের করবত হেলান ফেলান
দইয়ের করবত নালা গো।
কোন নালাতে ভাঁসেএঃ গেল
অভাগিনীর বালা গো।”

করম ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে কিছু গীত প্রচলিত রয়েছে-

১। “আইজ রে করম ঠাকুর ঘরে দুয়ারে,
কাইল রে করম ঠাকুর শাঁখ নদীর পারে।”

২। “যাছে যাছে করম ঠাকুর যাছে গো ছাড়োঁ,
ঝিঙ্গা পড়া বাসী ভাত যাছে লো খাএগুঁ।”

৩। “তুঁই ত রে করম রাজা যাবি হাসেএঃ হাসেএঃ।
মুই ত রে করম রাজা যাব কাঁদ্যে কাঁদ্যে।”

8

কোন দেশ বা ভূখণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে সেখানে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর নানান নিদর্শন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কৃত সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চল ভারতবর্ষের একটি সভ্যতার অজ্ঞাত ইতিহাসকে আমাদের জানতে সাহায্য করেছে। একটি নদীকে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন করেছিল হাজার হাজার মানুষ। নদী তীরবর্তী উর্বর পলিমাটি কৃষিকর্মে সহায়ক হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ গৃহ, জ্ঞানাগার, শস্য মজুত রাখার ঘর ইত্যাদি। আর এই মানবগোষ্ঠীগুলির প্রাণের সম্পদ বা রসদ হল সংস্কৃতি। কোন একটি জনগোষ্ঠীর উপরিসৌধ হল সভ্যতা এবং অন্তরসৌধ হল সংস্কৃতি। একটি নদীকে যদি সভ্যতা ধরা হয়, তবে তার আন্তর প্রবাহ হল সংস্কৃতি।^{১৫} জনগোষ্ঠীর অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতিরও অবলুপ্তি ঘটে। Material বা বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেলেও মৌখিক সংস্কৃতি বা Oral Creation গুলো হারিয়ে যায়। সংস্কৃতির অবলুপ্তির কারণগুলি নিম্নরূপ হতে পারে-

১. জনগোষ্ঠীর লুপ্তি

২ ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ

৩ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পশ্চিম মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠী কুড়মি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দাও বলা চলে। সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলির প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম মৌখিক সংস্কৃতি (Oral Creation) হল জাওআ গীত। রাঢ় অঞ্চলের পুরুলিয়া জেলার কুড়মি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাওআ গীতের প্রচলন থাকলেও পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে বসবাসকারী কুড়মি সম্প্রদায়ের মধ্যে করম পরব ও জাওআ গীতের প্রচলন প্রায় লুপ্ত। সংস্কৃতির কাঠামোয় কুঠারাঘাত নেমে এসেছে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিবর্তিত সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কুড়মি সম্প্রদায় তার প্রাচীন সংস্কার ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। বিশ্বায়নের ঢেউ শুধুমাত্র নগর জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তা লোকজীবনকেও প্রভাবিত করেছে।

ক্রমবিবর্তিত দ্রব্যমূল্যের কারণে নাগরিক জনজীবন বিপর্যস্ত। লোকজীবনেও প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম। অতিরিক্ত আয় করতে অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় করতে হয়। অবসর যাপনের জন্য বরাদ্দ সময়টুকুতে পড়েছে ভাটা। পশ্চিম মেদিনীপুরের কুড়মি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতেও ভাটা পড়েছে। কৃষিকাজই জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বর্তমানে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের মূল্য প্রবল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষকদের নাগালের বাইরে। এক ফসলী জমির শস্যে সংকুলান হয় না। এছাড়াও প্রতিবছর হাতির হানায় গড়ে অন্তত দশ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়।

বিশ্বায়নের অভিঘাতে, যন্ত্রদানবের রমরমায় লোকজীবনের অবসর যাপনের বিনোদনমূলক ক্রীড়া, রীতি-নীতি, পুজো-পার্বণ, নৃত্য-গীত বহুলাংশে ম্লিয়মান হয়ে গেছে। কিশোর-কিশোরীরা অন্তর্জালে জড়িয়ে। ফলে প্রজন্ম পরম্পরায় লালিত পশ্চিম মেদিনীপুরের কুড়মি সম্প্রদায়ের পরব-তিহারের সেই প্রাচীন সুগন্ধ আজ আর নেই। অন্যতম পরব করম বা জাওআতে প্রচলিত গীত ও নৃত্য বর্তমানে প্রায় লুপ্ত।

কালের নিয়মে বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সভ্যতার রথের চাকা ক্রমবিবর্তমান। তা রুদ্ধ করার ক্ষমতা সমাজ মানুষের কাছে নেই। তাই কালের নিয়মকে স্বীকৃতি দিয়ে সংস্কৃতির পরিবর্তন আমরা যেমন মেনে নিয়েছি, তেমনই লোকসংস্কৃতির পরিবর্তনকেও স্বীকার করে নিতে হবে। সেই সঙ্গে লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চাও আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

সূত্রনির্দেশ:

- ১। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *ভারত সংস্কৃতি*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৫, পৃ. ৯।
- ২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *তদেব*, ১৪১৫, পৃ. ৯।
- ৩। Mitra, Parimala Chandra, *Santali: the Base of world languages*, Culcutta, Firma KLM, 2011, Page 03.
- ৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *ভারত সংস্কৃতি*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০।
- ৫। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *তদেব*, পৃ. ১৭।
- ৬। Dalton, Tuite Edward, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1872, page 317.
- ৭। Grierson, G.A., C.I.E., *Linguistic Survey of India, Vol.-V*, Delhi, Motilal Baranasidas, Rprint 1968, page. 69.
- ৮। Rishely, H. H, *Tribes and Castes of Bengal*, Vol. I., Delhi, Gyan Publishing House, Second Impression 2021, page 54.
- ৯। মাহাত, কিরীটি, মাহাত, বিশ্বনাথ (সম্পা.), *কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি*, পুরুলিয়া, মূলকি কুড়মালি ভাষি বাইসি, ২০২২, পৃ. ১২।
- ১০। মাহাত, কিরীটি, মাহাত, বিশ্বনাথ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।
- ১১। Dalton, Tuite Edward, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1872, page 317.
- ১২। Mr. Campbell, *The Ethnology of India*, Culcutta, Journal of The Asiatic Society, Asiatic Society of Bengal, 1866, page 93.
- ১৩। Rishely, H. H, *Ibid*.
- ১৪। Rishely, H. H, *Ibid*, page 53.
- ১৫। চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, কলকাতা, দে বুক স্টোর, ২০১৬, পৃ. ৫৭৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। Vidyarthi, L. P., Rai Binoy Kumar, *The Tribal Cultural of India*, Delhi, Concept Publishing, Reprinted 1985.
- ২। *জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০২।
- ৩। ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০২২।
- ৪। ঘোষ, ফটিক চাঁদ, *দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীত*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০২০।